প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে গ্রহণ করলেন সনদ

জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি সিজন-১’-এ সারা দেশ থেকে নির্বাচিত সেরা ৪০ জন খেলোয়াড়ের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন মেহেরপুরের কৃতী কাবাডি খেলোয়াড় মীর সাফি আল হুদ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে খুলনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে সনদ গ্রহণ করেন তিনি।

মীর সাফি আল হুদ গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মীর সাইফুল ইসলামের একমাত্র ছেলে। মেহেরপুরের মতো একটি মফস্বল এলাকা থেকে উঠে এসে জাতীয় পর্যায়ে জায়গা করে নেওয়ায় আনন্দিত তাঁর পরিবার, শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

সনদ গ্রহণের পর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে সাফি আল হুদ বলেন, “প্রায় এক বছর আগে মেহেরপুর থেকে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আমার এই যাত্রা শুরু হয়। এই যাত্রায় আমার বাবা সব সময় পাশে ছিলেন। মেহেরপুরের মতো একটি জায়গা থেকে জাতীয় পর্যায়ে যেতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি সবার দোয়া চাই।”

তিনি আরও বলেন, আগামীতে মেহেরপুরের নাম আরও উজ্জ্বল করতে চান তিনি।

তাঁর এ সাফল্যে গাংনীসহ পুরো মেহেরপুরের মানুষ গর্বিত। পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস

উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির প্রচারণা

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রচারণামূলক কর্মসূচি পালন করেছে জেলা বিএনপি। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের বড় বাজার এলাকায় পোস্টার লাগানো হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলাল বিশ্বাস, বিএনপি নেতা নাহিদ এনামুলসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এ সময় অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এ দিবস জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার প্রেরণা জোগায়।

দিবসটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে এ প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তিনি দিবসটি সফল করতে দলীয় নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

উল্লেখ্য, আগামী ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে নতুন কুঁড়ি

স্পোর্টস সিজন-২ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

খেলাধুলা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং একটি সুস্থ, সুন্দর ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার। তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস (সিজন-২) উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ উপলক্ষে একটি র্যালি বের করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রূপায়ণ দেবের নেতৃত্বে র্যালিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, অতিথি ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

পরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, নতুন প্রজন্মকে মাদক, অপরাধ ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। খেলাধুলা শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি শৃঙ্খলাবোধ, নেতৃত্বের গুণাবলি, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে। নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের মতো আয়োজন প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিভাবান শিশু-কিশোরদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করবে।

তিনি আরও বলেন, গ্রামের আনাচে-কানাচে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে, যারা যথাযথ সুযোগ ও পরিচর্যার অভাবে নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় না। এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের প্রতিভা বিকশিত হবে এবং জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ তৈরি হবে।

আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্সসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, শিক্ষার্থী ও

এ সময় নতুন প্রজন্মের মধ্যে খেলাধুলার চর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

সীমান্তের কাঁটাতারে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ, ৫০ বছর পর বাবার নিথর দেহ দেখলেন মেয়ে

সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল দীর্ঘদিনের পারিবারিক যোগাযোগ। অবশেষে বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ বছর পর শেষবারের মতো বাবার নিথর দেহ দেখার সুযোগ পেলেন বাংলাদেশে বসবাসরত বড় মেয়ে ফিরদৌসী খাতুন।

বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুরের মুজিবনগর স্বাধীনতা সড়কের ১০৫ নম্বর সীমান্ত পিলারসংলগ্ন শূন্যরেখায় বাবাকে শেষবারের মতো দেখেন তিনি।

মৃত মোনরুদ্দিন শেখের বাড়ি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার হৃদয়পুর গ্রামে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ১০০ বছরের বেশি বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ছয় সন্তানের মধ্যে তাঁর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। সন্তানদের মধ্যে বড় মেয়ে ফিরদৌসী খাতুনের বিয়ে হয় বাংলাদেশের মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের সোনাপুর নতুনপাড়ায়।

প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ বছর আগে ইসরাফিলের সঙ্গে বিয়ের পর বাংলাদেশে বসবাস শুরু করেন ফিরদৌসী খাতুন। পরবর্তী সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের পর বাবার বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বাবার সঙ্গে সরাসরি দেখা কিংবা যোগাযোগের সুযোগ হয়নি তাঁর।

বাবার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর শেষবারের মতো তাঁকে দেখার সুযোগ করে দিতে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে শূন্যরেখায়

সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়।

এ সময় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন বিজিবির মুজিবনগর কোম্পানি সদর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার এনায়েত হোসেন। অন্যদিকে ভারতের পক্ষে ছয় সদস্যের একটি দল উপস্থিত ছিল। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন এএসআই সুনীল কুমার।

দীর্ঘ কয়েক দশকের বিচ্ছেদের পর বাবাকে শেষবারের মতো দেখার এই সুযোগে সীমান্তের শূন্যরেখায় এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুরে নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে একজনের যাবজ্জীবন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কচুইখালী গ্রামে ৯ম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে অপহরন করে ধর্ষণ করার দায়ে আলমাস নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইবুনাল (জেলা ও দায়রা জজ) এর বিচারক মোঃ তাজুল ইসলাম এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্ত আলমাস মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কচুঁইখালী গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, কচুঁইখালী গ্রামের আলমাস তার ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ২০২২ সালের ২২ নভেম্বর গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯ম শ্রেণীর এক ছাত্রী ফুঁসলিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পিছনের ব্রিজের উপর থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায়। পরে তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে ২০২২ সালের ১ ডিসেম্বর স্কুল ছাত্রীর পিতা জাকিরুল ইসলাম বাদী হয়ে আলমাস, রেজাউলের ছেলে ওসমান, কায়মুদ্দিনের ছেলে জাহাঙ্গীর আলমকে আসামি করে গাংনী থানায় ২০০০ সালের নারী ও শিশু

নির্যাতন দমন আইন(সংশোধিত ২০০৩) ধারায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ২। জি আর মামলা নং ৩০০/২০২২।শিশু সহিংসতা মামলা নং ৬/২০২৬। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে মর্মে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ১৩ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষীদের সাক্ষে আসামী আলমাস দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত তাকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০,(সংশোধিত /২০০৩) এর ৯(১) ধারায় অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হাওয়ায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন।

আসামি আলমাসের প্রতি আরোপিত অর্থদণ্ড ক্ষতিপূর্ন হিসেবে গণ্য করা হবে। ক্ষতিপূরণের টাকা আসামির বর্তমান সম্পদ থেকে আদায় করা সম্ভব না হলে তিনি ভবিষ্যৎ যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হবেন সে সম্পদ থেকে আদায়যোগ্য হবে। এবং সে ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের উপর অন্যান্য দাবি উপেক্ষা প্রাধান্য পাবে। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পারভিন সুলতানা এবং আসামী পক্ষে গোলাম মোস্তফা কৌশলীর দায়িত্বে ছিলেন।

মেহেরপুরে ইয়াবা গাঁজা ও নগদ টাকাসহ আটক ২

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী এক বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১১৫ পিস ইয়াবা ও ৫০০ গ্রাম গাঁজা ও নগদ ৪৫ হাজার ৫০০ টাকা সহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মেহেরপুর৷

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে সদর উপজেলার গোপালপুরের বসন্তপুর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন— গোপালপুরের বসন্তপুর এলাকার আবুল কালামের ছেলে আব্দুস সালাম (৪৫) এবং রহিমের ছেলে আলাউদ্দিন (২৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপ-পরিদর্শক

(এসআই) মো. রহমত আলীর নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল বসন্তপুর এলাকায়আব্দুস সালামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে৷ আব্দুস সালাম ও আলাউদ্দিনকে তল্লাশি করে তাদের হেফাজত থেকে ১১৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৫০০ গ্রাম গাঁজা এবং মাদক বিক্রির নগদ ৪৫ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত মালামালসহ তাদের আটক করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের এ ধরনের নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসে সেবা চাইলেই লাগে টাকা

অনিয়ম, দুর্নীতি আর ভোগান্তির অপর নাম মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিস বলে অভিযোগ করেছেন সেবা নিতে আসা নাগরিকরা।

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন ও নতুন এনআইডি কার্ডের আবেদন করতে এসে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। তবে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার মো. সেলিম রেজা।

অভিযোগ রয়েছে, সার্ভারের অজুহাত দেখিয়ে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে ঘোরানো হলেও অর্থের বিনিময়ে দ্রুত কাজ করে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। তবে অফিসের কেউ কেউ এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, গাংনী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. সেলিম রেজা যোগদানের পর থেকেই সেবা নিতে আসা মানুষের দুর্ভোগ বহুগুণে বেড়ে গেছে। স্বাভাবিক নিয়মে আবেদন করার পরও নির্ধারিত সময়ে সেবা না পাওয়ায় দিনের পর দিন অফিসে ঘুরতে হচ্ছে সেবাপ্রত্যাশীদের।

যাঁরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোনো ঘুষ ছাড়াই ফাইল জমা দিচ্ছেন, তাঁদের দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে। তবে আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে অফিসের আরও কয়েকজন কর্মচারী জড়িত রয়েছেন বলেও গুঞ্জন রয়েছে।

অনেক আবেদন দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখা হয় বলে জানান ভুক্তভোগীরা। অর্থের বিনিময়ে ফাইল প্রস্তুত করা, ছবি তোলা এবং আঙুলের ছাপ (ফিঙ্গারপ্রিন্ট) দেওয়ার তারিখ নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান ভুক্তভোগীরা।

মো. অন্তর আলী বলেন, স্বাভাবিক নিয়মে এনআইডির জন্য আবেদন করেছি। প্রায় এক মাসের বেশি সময় পার হলেও কোনো সমাধান পাইনি। বারবার অফিসে এসেও চরম কষ্ট পোহাতে হচ্ছে। আসলে তারা বিভিন্ন অজুহাতে ফেরত দিচ্ছে। শুনছি, টাকা দিলে নাকি তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

সেবা নিতে আসা মনিরুল ইসলাম বলেন, এনআইডি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পরিচয়পত্র। এটি পেতে যদি দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে মানুষের কষ্ট দূর হবে কবে? কেউ অর্থের বিনিময়ে দ্রুত কাজ করিয়ে থাকলে নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, মানুষ এখানে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে, যাতে দ্রুত কাজ হয়। তবে এসে যে ভোগান্তি পোহাতে হয়, তা মুখে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন অজুহাতে আমাদের ফেরত দেওয়া হয়। তবে কিছু মানুষের মুখে শুনতে পাই যে টাকা দিলে নাকি দ্রুত কাজ করা হয়। যদি এমনটাই হয়, তাহলে প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখে দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে বলে আশা করি।

অভিযোগের বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার সেলিম রেজা বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে, সব মিথ্যা এবং বানোয়াট। তাঁরা সবাইকে সেবা দিতে কাজ করে যাচ্ছেন।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মো. এনামুল হক বলেন, নির্বাচন অফিসে কোনো ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকলে খোঁজখবর নিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া অফিসের কেউ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত থাকলে তদন্তে প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঢাকার আশুলিয়ায় “এটিসি ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট” -এর উদ্বোধন

ঢাকার আশুলিয়ায় নতুন যাত্রা শুরু করলো “এটিসি ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট”।

প্রবাসগামী কর্মীদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মেহেরপুরের মো. অরিক আহমেদের প্রতিষ্ঠান “এটিসি এয়ার টিকেটিং” - এর নতুন সংযোজন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে “এটিসি ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট”।

প্রবাসে কর্মসংস্থানে আগ্রহী নারী ও পুরুষদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করবে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীরা যেন নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিদেশের শ্রমবাজারে ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং অধিক উপার্জনের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেন, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী মো. অরিক আহমেদ বলেন, “আমরা চাই, বিদেশগামী প্রতিটি কর্মী প্রয়োজনীয় দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করুন। কারণ দক্ষতা বাড়লে কাজের মান বাড়ে, আর কাজের মান বাড়লে উন্নত উপার্জনের সম্ভাবনাও তৈরি হয়।”

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, শ্রীলঙ্কা দূতাবাসের প্রটোকল অফিসার এবং বাংলাদেশ ওভারসীজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রবাসে কর্মসংস্থানে আগ্রহী মানুষের দক্ষতা উন্নয়ন এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে এটিসি ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবে।

এ সময় প্রতিষ্ঠানটির নতুন এই পথচলায় সবার দোয়া, ভালোবাসা ও

সহযোগিতা কামনা করেন মো. অরিক আহমেদ।

“এটিসি এয়ার টিকেটিং” দীর্ঘ ২১ বছরের আস্থা, বিশ্বাস ও সেবার ধারাবাহিকতায় এবার দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার নতুন প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।